কহিলেন ফেলারাম বিশ্বাস কুশাই।
'কৃতার্থ হইনু অদ্য মোরা দু'টি ভাই।।
ফেলারাম কহিলেন কুশাইর স্থানে।
'গোঁসাই এসেছে কিছু লুঠ দেও এনে।।'
আগমন সংকীর্ত্তন আরম্ভিল সবে।
যাবার বেলায় এরা লুঠ নিয়া যা'বে।।
আনাইল বাতাসা হরির লুঠ দিতে।
রাখিল কীর্ত্তন মাঝে আনন্দ করিতে।।
লেপন করিয়া ঠাঁই আসন সাজা'য়ে।
তুলসী, কুসুম আসনের পর দিয়ে।।
উঠিল পরমানন্দ কীর্ত্তনের রোল।
ঘুরিয়া ফিরিয়া সবে বলে হরিবোল।।
কীর্ত্তনের মাঝে বসি হাসিয়া গোঁসাই।
ঝুঁকে পদ লুটে প'ল স্মৃতিজ্ঞান নাই।।
স্বরূপের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাঙ্গালী মন্ডল।
গলে-বস্ত্র-করজোড়ে কহে স্তুতি বোল।।
'আপনি যে উলঙ্গ উন্মত্ত নামগানে।
হরিলুঠে পদ লাগে ভয় হয় মনে।।
কথা শুনি লুঠপানে করে দৃষ্টিপাত।
পদটান দিতে বাধ্য হল অকস্মাৎ।।
হীরামন বলে "মোর হরি সর্ব্বময়।
অনলে অনিলে জলে স্থলে শূন্যে রয়।।
বল শুনি তবে পদ রাখি কোনখানে।
তোরা পদ রাখ হরি নাই যেই স্থানে।।
লুঠ-হরি, পদ-হরি রাখিব কোথায়।"
এতবলি দু'টি পদ লইল মাথায়।।
ক্রমে মহাভাব তনু-মন শিহরিল।
চিৎ হ'য়ে কুষ্মান্ডের মত পড়ে গেল।।
কুম্ভাকার চক্রাকার লাগিল ঘুরিতে।
'এইপদ কোথা রাখি' লাগিল বলিতে।।
"পদ রাখিয়াছি আমি হরিলুঠ স্থানে।
লোকে মন্দ বলে কার্য্য মন্দ সে কারণে।।
হরিছাড়া স্থান আমি পাইব কোথায়।
কোথায় রাখিব পদ না দেখি উপায়।।
সূক্ষ্মজ্ঞান ভাব মোরে নাহি দিল হ'রে।
কি করি কি করি তোরা বলে দে আমারে।।
হরি ছাড়া স্থান তোরা দেখায়ে দে ভাই।
কোনস্থানে পদ রাখি ওড়াকান্দী যাই।।
কাঙ্গালী হইয়া ভীত পড়িল কাঁদিয়ে।
ফেলরাম কুশাই কেন্দেছে দাঁড়াইয়ে।।
রায়চাঁদ রায়-পুত্র কেদাই নামেতে।
পদতলে প'ল ঢ'লে কাঁদিতে কাঁদিতে।।
সবে হরি হরি বলে করে কাঁদাকাঁন্দি।
হীরামন কহে "ভক্ত-হৃদি ওড়াকান্দী।।
তুলসী-কানন, পদ্মবন, সংকীর্ত্তন।।
সেইস্থানে হরি বিরাজিত সর্ব্বক্ষণ।।
বিধির নির্মিত পদ বল কোথা রাখি।
আমি বোকা হরি ছাড়া স্থান নাহি দেখি।।
আমি বোকা আর বোকা ছিল বৃকোদর।
মলত্যাগ না করিল দ্বাদশ বৎসর।।
নামাইয়া পদ দু'টি উঠে লম্ফ দিয়ে।
সংকীর্ত্তন মাঝে লুঠ দিল লুটাইয়ে।।
প্রেমেমত্ত হ'য়ে হ'ল সেই নিশীভোর।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে এল সে কালীনগর।।
তথা এসে বাল্য সেবা নিলেন গোঁসাই।
কহিছেন 'পুনঃ আমি পদুমায় যাই।।'
প্রহরেক কালীনগরের বাড়ী ব'সে।
উলঙ্গ হইয়ে জলে ঝাঁপ দিলে শেষে।।
কালীনগরের নদী পার হইলেন।
উত্তরাভিমুখে পদুমায় চলিলেন।।
তারক, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দিলেন সাঁতার।
পিছে পিছে চলিলেন আনন্দ অপার।।
পিছে পিছে নেচে-গেয়ে দুইজন চলে।
ঢেউ লাগে কালীনগরের নদীকূলে।।